লোকসভায় পাশ বেসু র জাতীয় মর্যাদাপ্রাপ্তির বিল

নিজস্ব প্রতিনিধি • নয়াদিল্লি, ১৮ ডিসেম্বর: বুধবার একপ্রকার আচমকাই নাটকীয়ভাবে লোকসভায় পেশ ও পাশ হয়ে গে ল বেসুকে জাতীয় মর্যাদা দেওয়ার কেন্দ্রীয় বিল। এদিন লোকসভার কার্যবিবরণীতে বিলটির বিন্দুমাত্র উল্লেখ না থাকলেও পশ্চিমবঙ্গের কয়েকজন এম পির উদ্যোগে বিলটি পাশ করিয়ে নিল কেন্দ্র। এবার রাজ্যসভায় পাশ হলেই আইনে পরিণত হবে। এদিকে এই খবর পৌঁছাতেই এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ব্যাম্পাসে রীতিমতো উৎসব শুরু হয়ে যায়। চলে মিষ্টিমুখ ও বাজি ফোটানোর পালা।

যদিও দুঃখের বিষয় হল, আজ লোকসভার মতো রাজ্যসভাও অনির্দিষ্টকালের জন্য মুলতুবি হয়ে যাওয়ায় পশ্চিমবঙ্গের এই শতাব্দী প্রাচীন কারিগরি বিজ্ঞানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভাগ্যে জাতীয় মর্যাদা প্রাপ্তির শিকে ছিঁড়েও তা সামান্য ঝুলে রইল। আগামী ফেব্রুয়ারি মাসে সংসদের ভোট অন অ্যাকাউন্টে তা রাজ্যসভায় পাশ না হলে আইন তো হতে পারবেই না, লো কসভা ভেঙে যাওয়ায় সংসদের নিম্নকক্ষে পাশেরও কোনও গুরুত্ব থাকবে না। ফের নতুন করে উভয়কক্ষেই আনতে হ বে বিল।

উল্লেখ্য, ওই বিল পাশ হলে বেসুই হবে দেশের প্রথম আই আই ই এস টি। বেসুর নাম বদলে হবে, ‘ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউ ট অব ইঞ্জিনিয়ারিং সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি, শিবপুর’। রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এটি হয়ে যাবে কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান। কেন্দ্রের ‘নৈতিকভাবে’ সম্মতির ৬ বছরের মাথায় বেসু এবার বাস্তবিকই জাতীয় মর্যাদা পেতে চলেছে।

‘দি ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি, সায়েন্স এডুকেশন অ্যান্ড রিসার্চ (অ্যামেন্ডমেন্ট) বিল ২০১৩’ কে বাজেট অ ধিবেশনেই পাশ করাতে চেয়েছিল কেন্দ্র। কিন্তু সংশোধনী চেয়েছিলেন তৃণমূলের সৌগত রায়, সি পি এমের সঈদুল হ ক এবং আর এস পি’র প্রশান্ত মজুমদার। চেয়েছিলেন রাজ্যের জন্য কোটা। কিন্তু লোকসভা যেহেতু প্রায় ভাঙার মুখে, তাই সংশোধনীর দাবি সরিয়ে কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়নমন্ত্রী পাল্লামরাজুকে জানিয়ে দেওয়া হয়, সংশোধনী চাই না। বিলটি পাশ করান। রায়গঞ্জের এম পি দীপা দাশমুন্সিও কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলে আজই বিলটি আনার অনুরোধ করেন।

প্রত্যেকের কথার গুরুত্ব দিয়েই কার্যবিরণীতে না থাকা সত্ত্বেও এদিন লোকসভায় লোকপাল বিল পাশ হওয়ার পর আচম কাই ‘আই আই ই এস টি’ বিলের কথা তোলেন স্পিকার মীরাকুমার। তখন সংসদীয়মন্ত্রী কমলনাথ পিছনে বসা আইনমন্ত্রী কপিল সিবালকে বলেন, বিলটি মুভ করুন। তালিকাবহির্ভূত হওয়ায় কিছুটা ভ্যাবাচাকা খেয়ে যান সিবাল। কমলনাথকে ব লেন, এটা আমার মন্ত্রকের বিল নয়। ততক্ষণে পিছনে দেখা গেছে মানবসম্পদ উন্নয়নমন্ত্রকের রাষ্ট্রমন্ত্রী শশী থারুরকে। তাঁ কে অনুরোধ করা হয় বিলটি পেশ ও পাশ করাতে। থারুর তড়িঘড়ি উঠে বিলটি পেশ এবং ধ্বনিভোটে পাশ করিয়ে নেন । লোকসভায় বিল পাশে হওয়ায় বেসুর ভাইস চ্যান্সেলর অজয়কুমার রায় টেলিফোনে বলেন, আমরা খুব খুশি।